কুসিক নির্বাচন

# মেয়র প্রার্থীরা বিরত থাকলেও থেমে নেই বিএনপিদলীয় কাউন্সিলর প্রার্থীদের প্রচারণা!

**সাদিক মামুন, কুমিল্লা থেকে :** কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপির সম্ভাব্য দুই মেয়র প্রার্থী প্রচারণা থেকে বিরত থাকলেও থেমে নেই বিএনপির দলীয় পরিচয়ে অংশ নিতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য কাউন্সিলর পদের শতাধিক প্রার্থীর প্রচারণা। বিএনপির রাজনীতির সাথে সরাসরি জড়িত ওইসব কাউন্সিলরদের সাফ কথা তাদের নয়, কেবল মেয়র প্রার্থীদের সকল প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বিএনপি চেয়ারপার্সনের নির্দেশ কার্যকর করার জন্য গত বৃহস্পতিবার রাতে কুমিল্লা জেলা বিএনপির সভাপতি ও দলের কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান বেগম রাবেয়া চৌধুরীর সভাপতিত্বে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত সভায় জানানো হয় কুসিক নির্বাচনে ভোট গ্রহণের ক্ষেত্রে শতভাগ ইভিএম ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশন পরিবর্তন না করলে বিএনপি ওই নির্বাচনে অংশ নেবে না। তাই কুসিক নির্বাচনে সকল প্রকার প্রচারণা বন্ধ রেখে দলের কেন্দ্রীয় নির্দেশ মানার জন্য বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীদের প্রতি জেলা কমিটির মাধ্যমে আহ্বান জানানো হয়। এ প্রসঙ্গে জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মোস্তাক মিয়া জানান, আপাতত দলের সবাইকে নির্বাচনী প্রচারণামূলক সকল কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিএনপির দলীয় সম্ভাব্য কাউন্সিলর প্রার্থী হিসাবে যারা প্রচারণা করছেন তারা দলের বড় পর্যায়ের নেতা-কর্মী নয়। দলের দায়িত্বশীল নেতাদেরই বিশেষ করে ওই নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, নির্বাচন ঘুনিয়ে আসুক তারপর দেখা যাবে কি হয়।

গতকাল রোববার কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখা যায়, সম্ভাব্য কাউন্সিলর প্রার্থীরা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের সাথে নিয়ে এলাকার দোকানপাট ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ ও নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছেন। তারা জানান, নির্বাচনী প্রচারণা বন্ধ রাখার জন্য কাউন্সিলর প্রার্থীদের কোন নির্দেশনা দেয়া হয়নি। প্রচারণা বন্ধ রাখতে দলের দুই মেয়র প্রার্থীকে বলা হয়েছে। বিএনপির দলীয় পরিচয়ে যারা সম্ভাব্য কাউন্সিলর প্রার্থী হিসাবে প্রচারণায় রয়েছে তাদের মধ্যে কেউ ওয়ার্ড বিএনপির নেতা, কেউ ছাত্রদল, যুবদলের নেতা। এদিকে গতকাল আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য মেয়র প্রার্থীরা নগরীর বিভিন্ন স্থানে জনসংযোগ করেছেন। এর মধ্যে আলহাজ ওমর ফারুক নগরীর নিউমার্কেট এলাকায়, আনিসুর রহমান মিঠু নগরীর দক্ষিণাংশের কালাকচুয়া, পদুয়ার বাজার বিশ্বরোড ও বাতাবাড়িয়া এলাকায়, অধ্যক্ষ আফজল খানের পক্ষে তার কর্মী-সমর্থকরা কোটবাড়ি এলাকায় লোকজনের মাঝে লিফলেট বিতরণ করেছেন এবং নূর-উর রহমান তানিমের সমর্থকরা সদর দক্ষিণ এলাকায় মোটরসাইকেল র‌্যালি করে প্রচারণা চালিয়েছেন।

আধুনিকতার ছোঁয়ায় সমৃদ্ধ নগরী চায় ভোটাররা

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ২০১২ সালের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন। দিন যতই ঘুনিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে নির্বাচনী উত্তাপ। মেয়র ও ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদের সম্ভাব্য প্রার্থীরা জনসংযোগ করতে গিয়ে ভোটারদের প্রশ্নবানে জর্জরিতও কম হচ্ছেন না। ভোটাররা এলাকার নানা সমস্যা ও দাবি-দাওয়া শোনাচ্ছেন প্রার্থীদের। তারা এলাকার স্বার্থের কথা প্রার্থীদের কাছে তুলে ধরে আধুনিকতার ছোঁয়ায় অনেক অনেক সমৃদ্ধ একটি নগরী প্রত্যাশা করছেন। কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকার নাগরিক সমস্যা ও ভোটারদের দাবি-দাওয়া নিয়ে ধারাবাহিক আয়োজনের দ্বিতীয় পর্ব।

কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের এলাকাগুলো হলো– ঠাকুরপাড়ার কিছু অংশ, ১নং কান্দিরপাড়, পুলিশলাইন, পূর্ব বাগিচাগাঁও, রানীরবাজার ও তালপুকুরপাড় এলাকা। এ ওয়ার্ডে ভোটার সংখ্যা ৮ হাজার ২৪৯ জন। ভোটারদের দাবি, ১০ নম্বর ওয়ার্ডের সব ক'টি এলাকা নগরীর প্রাণকেন্দ্রকে ঘিরে। অধিকাংশ এলাকাই নাগরিক সুযোগ-সুবিধার বাইরে। ভোটাররা জানান, অসংখ্য আবাসিক ভবন, হোটেল, রেস্তোরাঁ, কমিউনিটি সেন্টার রয়েছে এ ওয়ার্ডে। অথচ ডাস্টবিনের সংখ্যা অনেক কম। ওয়ার্ডবাসী ডাস্টবিন ব্যবহারের

সুবিধা বাড়ানোর দাবি এবং নগরীতে শব্দদূষণ বন্ধের দাবি জানিয়েছেন।

১১ নম্বর ওয়ার্ডবাসীর দাবি, যিনি নবগঠিত কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলর হবেন তারা যেন এ ওয়ার্ডের স্কুলগুলোর শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেন। বজ্রপুর এলাকার বাসিন্দা মাসুদ আলম এলাকার ডাস্টবিন সমস্যার সমাধান ও ফুটপাত দখলমুক্তের দাবি জানান। মনোহরপুর, বজ্রপুরের একাংশ, দারোগাবাড়ি, সরকারি মহিলা কলেজ রোড, ভিক্টোরিয়া কলেজ এলাকা, লাকসাম রোড, কান্দিরপাড়, রানীরদীঘি এলাকা, মুন্সেফবাড়ি, উত্তরচর্থার একাংশ ও দেশওয়ালিপট্টি এলাকা নিয়ে গঠিত ১১ নম্বর ওয়ার্ডের ভোটার সংখ্যা ৬ হাজার ৬৬৬ জন।

উত্তরচর্থার একাংশ, নবাববাড়ি এলাকা, বজ্রপুরের একাংশ, ছাতিপট্টি, কাপড়িয়াপট্টির দক্ষিণাংশ ও চকবাজার ফয়সল হাসপাতাল এলাকাগুলো ১২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত। এ ওয়ার্ডে ভোটার রয়েছে ৫ হাজার ৭৩০ জন। এ ওয়ার্ডের ভোটাররা অভিযোগ করেন বিগত দিনে যারাই নির্বাচিত হয়েছেন তাদের সঠিক কর্মপরিকল্পনা না থাকায় সবকটি এলাকায় বৃষ্টির দিনে পানিবদ্ধতা দেখা দেয়। বজ্রপুর, ছাতিপট্টি, কাপড়িয়াপট্টি এলাকায় ছিনতাইকারীদের উৎপাত রয়েছে বলেও ভোটাররা অভিযোগ করেন।

নিত্যনতুন ডিজাইনের আবাসিক ভবন ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের চেহারা পাল্টে দিলেও পাল্টায়নি পানিবদ্ধতা ও মাদকসেবীদের পদচারণার দৃশ্য। দক্ষিণচর্থা মোহন কমিশনারের বাড়ি হয়ে জেনারেল হাসপাতাল এলাকার দক্ষিণাংশ, তালতলা চৌমুহনী, থিরাপুকুরপাড়, টমসনব্রিজ পোস্ট অফিস প্রশিক্ষণকেন্দ্র হয়ে ইপিজেড সড়কের উত্তর পার্শ্বে ঢুলিপাড়া চৌমুহনী পর্যন্ত এলাকাগুলো ১৩ নম্বর ওয়ার্ডভুক্ত। এ ওয়ার্ডে ৮ হাজার ৯২৫ জন ভোটার রয়েছেন। ভোটারদের দাবি, এলাকার ড্রেনগুলো সংস্কারসহ প্রশস্ত করা। এছাড়া এলাকার মাদক ব্যবসায়ী ও মাদকসেবীদের দৌরাত্ম্য বন্ধে নতুন মেয়র ও কাউন্সিলর ভূমিকা রাখবেন বলেও ভোটাররা আশা করছেন।

দ্বিতীয় মুরাদপুর, উত্তরচর্থা, সরকারি মুরগী খামারের পূর্বাংশ, ১নং হাউজিং, মুন্সিবাড়ি ও নমশুদ্রপাড়া এলাকা নিয়ে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে মোট ভোটার ৬ হাজার ৪০৬ জন। ভোটাররা জানান, সবকটি এলাকার রাস্তাঘাটের চেহারা শোচনীয়। বিগত দিনে সংস্কারের নামে জোড়াতালি দিয়ে কাজ হয়েছে। লাইটপোস্ট থাকলেও বাতি জ্বলে না রাতে।

কাশারিপট্টি, বালুধূম, কাটাবিল পশ্চিমাংশ, বজ্রপুর পুরাতন মৌলভীপাড়া, ১ম মুরাদপুর এলাকা নিয়ে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের অধিকাংশ এলাকায় ডাস্টবিন না থাকায় ময়লা-আবর্জনা রাস্তার পাশে ফেলতে বাধ্য হচ্ছে লোকজন। এলাকার বাসিন্দারা জানান, ছিটকে চোর, ছিনতাইকারী ও মাদকসেবীদের উৎপাতে তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এ ওয়ার্ডে ভোটার ৫ হাজার ৩২৪ জন।

ভূমি ব্যবসায়ীদের বদৌলতে নগরীর পূর্বাঞ্চলের সংরাইস, টিক্কারচর, নলুয়াপাড়া, নবগ্রাম, ঘোষপাড়া, বৈরাগীপাড়া ধীরে ধীরে হয়ে উঠছে আধুনিক আবাসিক এলাকায়। ১৬ নম্বর ওয়ার্ডভুক্ত এসব এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নয়নের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। ৬ হাজার ৬৯৩ জন ভোটার অধ্যুষিত ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের সংরাইস এলাকার বাসিন্দা জহিরুল ইসলাম, মাহবুব, সেলিম পূর্বাঞ্চলে মেয়েদের জন্য স্কুল, কলেজ এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের দাবি জানান।

পাথুরিয়াপাড়া, সাহাপাড়া, পালপাড়া, তেলিকোনার উল্টরাংশ, সুজানগর, দ্বিতীয় মুরাদপর বখশীনগর, নুরপুর উত্তরাংশ, গোবিন্দপুকুরপাড়, হাড্ডিখোলা, সুইপার কলোনি ও নজরুল মিয়ার কলোনি নিয়ে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের মূল সমস্যা মাদক। ভোটারদের অভিযোগ, একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতাদের মদদে ১৭ নম্বর ওয়ার্ড মাদক বিক্রেতা ও সেবীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। আমরা চাই, মাদক ব্যবসা বন্ধে প্রশাসন তৎপর হবে এবং নতুন মেয়র ও কাউন্সিলর যারা হবেন তারা এ বিষয়ে নজর দেবেন। সুইপার কলোনির রবিদাস সর্দার সুইপারদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে নতুন মেয়রের সহযোগিতা কামনা করেন। এদিকে ৭ হাজার ৭৮৪ জন ভোটারের এ ওয়ার্ডের রাস্তাঘাটের বেহাল দশা। নাগরিক সুবিধাবঞ্চিত ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের এলাকাগুলো হলো– নুরপুর (উত্তর, দক্ষিণ) দ্বিতীয় মুরাদপুরের একাংশ, কাটাবিলের পূর্বাংশ, হযরতপাড়া, হাউজিং এস্টেটের ২, ৩ এবং ৪ নম্বর সেকশন। রাস্তাঘাটের বেহাল দশা থেকে কিছুটা মুক্তি মিললেও পানিবদ্ধতা থেকে মুক্তি নেই ওয়ার্ডবাসীদের। হাউজিং এলাকার বাসিন্দা বকুল, আলমগীর, জান্নাতুল ফেরদৌস হাউজিং এস্টেটের ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নত এবং এখানে বিনোদন কেন্দ্রের করার দাবি জানান। এ ওয়ার্ডে ভোটার রয়েছে ৭ হাজার ৭১১ জন।

xxxxxxxx